Department of Bengali
Patna University
Subject - Bengali
CC- 10 , Unit -3

Topic - Novel in Bengali literature(বাংলা সাহিত্য উপন্যাস)
Teacher - Dr. Sagar Sarkar

উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করো।
অথবা
বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস জগতের রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের স্বাদ- বিষয় বৈচিত্র্য ফোটাতে যে বিশেষ শিল্পের পরিচয় দিয়েছেন তার ঐশ্বর্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। এই উপন্যাস গুলির উৎসভূমি ততটা বাইরের পৃথিবী নয় যতটা তার মনভূমি। বাংলা উপন্যাসের মূল ফেরাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে তাঁর উপন্যাস, তার ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই স্বীকৃত হবে।মাত্র ১৬ থেকে ১৭ বছর বয়সে একটি কিশোরীর জীবনের কথা নিয়ে "ভারতী" পত্রিকায় তাঁর প্রথম উপন্যাস "করুণা" প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাধারণকে অসাধারণের কোথায় তুলে ধরার দক্ষতা তার পরবর্তী কালের বৈশিষ্ট্য। আঙ্গিক বিচারে করুণা উপন্যাসটি সাধারণ বেদনার গল্প প্রায় কোথাও জমে উঠতে পারেনি।

বিষয়ভেদে তার অন্য উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ গুলি হল-

১. ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস-
বউ ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩) এবং রাজর্ষি(১৮৮৭)
২. দ্বন্দ্ব মূলক উপন্যাস-
চোখের বালি (১৯০৩) নৌকাডুবি(১৯০৬) যোগাযোগ(১৯২৯)
৩. বৃহত্তর সমস্যামূলক উপন্যাস-
গোরা (১৯১০) ঘরে বাইরে(১৯১৫) চার অধ্যায়(১৯৩৪)

৪. মিষ্টিক ও রোমান্টিক জাতীয় উপন্যাস-
চতুরঙ্গ (১৯১৫) শেষের কবিতা(১৯২৯) মালঞ্চ(১৯৩৪) এবং দুই বোন(১৯৩৪)।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যারা উপন্যাস বা "রমন্যাস" লিখতেন তাদের প্রধান অবলম্বন ইতিহাসাশ্রয়ী অবাধ কল্পনা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত সেই অবাধ কল্পনাকে বস্তুভিত্তিক তথ্য ও শৃঙ্খলা পূর্ণ কল্পনা দ্বারা সংযুক্ত করে উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্মের নিয়োগ করেছিলেন।রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে তার ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস দুটির রচনা করেন। "বউ ঠাকুরানীর হাট" উপন্যাস এ প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করে প্রতাপাদিত্যকে তিনি উদ্ধত, আবিনোয়ই, নির্মম, অপরিণামদর্শী, রূপে চিত্রিত করেছেন।আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে প্রতাপ গুগলের কাছে বন্দী

হয়ে আগ্রায় নিত হবার সময় প্রায়োপবেশন এ প্রাণ ত্যাগ করেন। তাই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির আগে। পরবর্তীকালে কবিগুরু সর্বগ্রাসী imperialism একে কঠোর নিন্দা করেছেন। তাই প্রতাপাদিত্য এরমধ্যে প্রচন্ড ক্ষুধার হানিকর প্রাচুর্য রেখেছিলেন তিনি। ঠিক একই কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ নাটক দুটি রচনা করেন। রাজর্ষি উপন্যাসে ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী নিয়ে রচিত। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য জিনিস দেবী মন্দিরে বলিদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার সঙ্গে রাজপুরোহিত রঘুপতির ঘোর দ্বন্দ্ব ভ্রাদার নক্ষত্ররায়ের সুযোগসন্ধানী ষড়যন্ত্র। সেই কাহিনীর যথার্থ নাটক "বিসর্জন" । উপন্যাস বা নাটকে লেখক শেষ পর্যন্ত প্রেমের জয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

"চোখের বালি" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের মনন দৃপ্ত অন্তর্দৃষ্টি মানুষের অন্তরাত্মা ও আঁতের কথাকে টেনে বের করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিনী, কুন্দনন্দিনী ছায়ায় চোখের বালি উপন্যাসের বিনোদিনী চরিত্র টি। বালবিধবা বিনোদিনী চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তাই শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন উপন্যাসে এর কিরণময়ী চরিত্র অংকনের প্রেরণা। এসব চরিত্রের সম্মুখীন হওয়া মাত্রই "উপন্যাসের সমাজ দৃষ্টিভঙ্গি: বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ " গ্রন্থে ডক্টর জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সে বিখ্যাত উক্তি স্মরণে আসে - 'বৈধব্য হয়তো প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এক ধরনের অরক্ষণীয় নারীত্বের জায়গা, তাই কৌমার্যের তুলনায় বৈধব্যের দিকে অবাঞ্চিত হাত প্রসারিত হয়"। চোখের বালি উপন্যাসে কয়েক বছর পরেই ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নৌকাডুবি উপন্যাস প্রকাশ করেন। রমেশ -নলিনাক্ষ ও কমলার তরল রোমান্স কাহিনী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। একটি আক্ষরিক দুর্ঘটনার কাহিনী সকল সমস্যা ও জটিলতা আরেকটি একথা বহুলাংশে অবিশ্বাস্য।পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জটিল চরিত্রের একটি উপন্যাস "যোগাযোগ"(১৯২৯)। বিচিত্রা পত্রিকায় তিন পুরুষ নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ঘরে-বাইরে" নিরাসক্তি এখানে বজায় রাখতে পারেননি। মধুসূদন ও কুমুদিনীর বিলম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ও তার পরিণাম উপন্যাস এর মুখ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম সমস্যামূলক উপন্যাস গুলির মধ্যে "গোরা" উপন্যাসটি অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কবিগুরু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বড় নেতা ছিলেন। এই আন্দোলন শুধু বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে নিষ্ফল উত্তেজনা নয়। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি ও ভারতীয়দের জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি।স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক দলাদলি উগ্রজাতীয়তাবাদ সন্ত্রাসবাদি হিংসা স্বদেশীকতার ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত লোভ-লালসা হিন্দুয়ানির ছদ্মবেশে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতা ও হয়ে জাতির শুভবুদ্ধি কে ধ্বংস করেছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদ কে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেননি।এই উপন্যাসে সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নর-নারীর জীবন-সমস্যা উদারতর মানববোধের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। সে দিক থেকে এটি ইউরোপীয় এপিক নোবেল এর সঙ্গে তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে কথ্য ভাষায় লিখিত সবুজপত্র যুগের মননশীল উপন্যাস।স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বিমলা-নিখিলেশ -সন্দীপ ত্রিকোণ প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে অতি দ্রুত এখানে অগ্রসর হয়েছেন। "ঘরে বাইরে"উপন্যাসের বেশকিছু পরে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কবলে নর-নারীর আপন স্বরূপ কি ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায় তারই একটি মর্মান্তিক কাহিনী হল "চার অধ্যায়" উপন্যাস টি। উপন্যাসটিতে অতীন্দ্র ও এল আর সেই ব্যর্থতার কথা এখানে মাত্র চারটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মিষ্টি ক উপন্যাস গুলির মধ্যে "চতুরঙ্গ" উপন্যাস উল্লেখযোগ্য।উপন্যাসটিতে শচীশ -

দামিনীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও টানাপড়েনকে কেবল মনোবিজ্ঞানের দ্বারা আলোচনা করা যায় না। চেতন মনের অন্তরালে যে রস ও ধারা বহমান আমাদের দেশের আউল-বাউল সহজিয়া যে রসের রসিক সেই তত্ত্বে বিশ্বাসী শচীশ ও লিলান্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে রূপ জগতকে অপরূপ জগতে অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। অপরপক্ষে দামিনী শচীশকে রূপ চেতনা অপার্থিব সত্তার মধ্য দিয়ে কামনা করেছে। রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতায় " সমাজ সংস্কার ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব নেই। আছে কেবল শিলংয়ের ছায়াঘন নিবিড় পাইন বন। For gods sake , hold your tongueand let me love. "শেষের কবিতার" এই রোমান্টিকতার পদ্ধতি প্রসারিত হয়েছে তার "দুই বোন" ও "মালঞ্চ" উপন্যাসটিতে। নারীর দুই রূপে পুরুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে এক প্রিয়া অপরটি জননী রূপে। এই তথ্যই "দুই বোন" উপন্যাসে শর্মিলা উর্মিলা শশাঙ্কের কাহিনী বিবৃত।এই সমস্যার আর একটু ভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে মালঞ্চ উপন্যাসের নিরজা, সরলা, ও আদিত্যের জীবনে।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। ভাবতেই তার আত্মার মুক্তি। তার অনেক উপন্যাসে বাস্তব চিত্র পরীক্ষা করে কল্পনার রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। তাই সাধারণ পাঠক তার কবিতায় মুগ্ধ কিন্তু শিক্ষিত সমাজে তার উপন্যাসের জনপ্রিয়তা বেশি।যাহোক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ও যে একটা অসাধারন শিল্পকর্ম এবং বাংলা উপন্যাসে নতুন দিক নির্দেশ রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিক হিসেবে রবীনাথ ঠাকুর-
১.সমসাময়িক সমাজের নিষ্ঠুর আবর্তে মাঝখানে একটি মধুর, নমনীয় ও সরল প্রাণে যন্ত্রণা প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে।
২.মনস্তত্ত্বের দ্বান্দ্বিক সমস্যার এক বাস্তবায়ন লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের । যে বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথকে স্মরণীয় করে রেখেছে।
৩. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ এক সার্থক দলিল।
৪.প্রজ্ঞা ও প্রকরণ এবং বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন চরিত্র-চিত্রন ও উপন্যাসের সমগ্র তা নিয়েও তিনি বলেছেন।
৫. রবীন্দ্রনাথের শৈলী জ্ঞান , তার ভাষায় নিপুণতায় তাকে করেছে।
৬. দেশ-কাল-পাত্র সব মিলিয়ে সময়ের সাপেক্ষে তার উপন্যাস গুলি আজও কালজয়ী হয়ে আছে।

সমাপ্ত